Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২২ ডিসেম্বর , ২০১৫

৩৮ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা ২১ ডিসেম্বর,২০১৫, সোমবার, ৪ পৌষ,১৪২২

বর্ধমানে আদিবাসী কিশোরীকে ধর্ষণ ও খুন, প্রতিবাদে সোচ্চার সর্বস্তরের মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৭ ডিসেম্বর : বর্ধমানের জনবহুল শাকারিপুকুরের উৎসব ময়দানের কাছে এক আদিবাসী কিশোরীকে পাশবিক বলৎকারের পর খুনের ঘটনায় সোচ্চার হল বর্ধমান। সর্বস্তরের মানুষ ধিক্কার জানিয়ে উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। গতকাল দেবলীনা হেমব্রম-এর নেতৃত্বে চার সদস্যের এক পরিষদীয় দল শহরের পার্কাস রোড থেকে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল করে ঘটনাস্থলে যান। তাঁরা কথা বলেন কিশোরীর পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে। তাঁরা ধর্ষক ও খুনির কঠিনতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যা রাতে উৎসব ময়দানের পাশে আদিবাসী পাড়ায় শাসকদলের ও স্থানীয় কাউন্সিলারের ছাত্রছায়ায় থাকা অশোক তুড়ী এক ৮ বছরের কিশোরীকে ঘর থেকে ডেকে এনে শারীরিক নির্যাতনের পর খুন করে। কিশোরীর মা বাড়িতে এসে মেয়েকে ঘরে না দেখতে পেয়ে খোঁজখুজি করতে শুরু করেন। দেখেন মেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় বাঁকা নদীর ধারে কলা গাছের নিচে পড়ে আছে। ঘটনার কথা ছড়িয়ে গেলে অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করে। এলাকার মানুষ তাকে ধরে ফেলে। শাসকদলের কাউন্সিলারের নেতৃত্বে দুষ্কৃতীরা এসে বাঁচানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ক্ষুব্ধ প্রতিবেশীরা তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ১৫ ডিসেম্বর সকালে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা

—এরপর চারের পাতায়

সি পি আই(এম)-এর মিছিলের উপর তৃণমূলি ও পুলিশি হামলা বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২০ ডিসেম্বর : আবার সি পি আই(এম)-এর মিছিল ও সমাবেশের উপরে হামলা চালালো পুলিশ ও তৃণমূলিরা। বর্ধমানের কালনাগেট অঞ্চলে ২৭ ডিসেম্বর ব্রিগেড সমাবেশকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে এক মিছিল ও পথসভার আয়োজন করেছিল সি পি আই(এম)। সেই শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর বোমা, লাঠি, রামদা, তলোয়ার নিয়ে অতর্কিত হামলা চালায় বর্ধমান পুরসভার ৬নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মহম্মদ সেলিমের নেতৃত্বে একদল তৃণমূল দুষ্কৃতী। তাদের হামলায় ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় মিছিল। এইসময় পুলিশও ছত্রভঙ্গ মিছিলের উপর এলোপাথারি লাঠিচার্জ করে। আহত, রক্তাক্ত হন বহু সি পি আই(এম) কর্মী ও সমর্থক, যাঁদের মধ্যে প্রবীণ ও মহিলারাও রয়েছেন। তৃণমূলিরা দুটি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই ঘটনায় পুলিশ

উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রবীণ সি পি আই(এম) নেতা দুলাল নাগ, চণ্ডী দাস, শিক্ষক শিবশঙ্কর সাহা সহ ১০ জন।

পরে অবশ্য পুলিশ স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলারকেও আটক করেছে। এই ঘটনায় বহু সি পি আই(এম) কর্মী ও সমর্থক আহত হয়েছেন। তাদেরকে বেসরকারি চিকিৎসার সুযোগ নিতে হয়েছে। আহতদের মধ্যে রয়েছেন দীপক সরকার, সেখ নুরুদ্দিন, বাবু চক্রবর্তী প্রমুখ। এমনি সাধারণ পথচারীও তৃণমূলের আক্রমণে আহত হন। এলাকায় দোকানপাট, বাজার বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ যেদিকে পারে ছুটতে আরম্ভ করে। এমনি সময় পুলিশ ও র‍্যাফ এসে বেপরোয়া লাঠি চার্জ করে। পুলিশের লাঠির আঘাতেও সি পি আই(এম) সমর্থক ও কর্মী সহ বহু সাধারণ মানুষ আহত হন। এলাকা স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

শান্তিপূর্ণ জমায়েতের উপর তৃণমূলি হামলার ঘটনাকে তীব্র নিন্দা করেছেন, সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক।

ধৃতদের আজ আদালতে হাজির করা হলে শাসক দলের কাউন্সিলরকে জামিন দেওয়া হয়েছে। সি পি আই(এম) কর্মীদের জামিন দেওয়া হয়নি। পরবর্তী শানানি ২২ ডিসেম্বর।

সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে গোবিন্দপুরে সভা সি পি আই(এম)-র

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমন, ১৮ ডিসেম্বর : গ্রামে এখন ধান কাটা, আলু বসানোর প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। কৃষক আর খেত মজুরদের ব্যস্ততা সত্ত্বেও প্রয়াত মদন বাগ, সাধন সাঁতরা, গোপেশ্বর সিন্‌হা, কালা হেমব্রম, রাম প্রামাণিক, পঞ্চানন প্রামানিক, সাবিত্রী কার্ফা, বৈদ্যনাথ দাস, শিবানী পাত্রকে স্মরণ করতে এদিন সভা হয় হাটগোবিন্দপুরের হনুমানডাঙাতে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা অমল হালদার বলেন, তৃণমূল ক্রমশ জনবিচ্ছিন্ন হচ্ছে। তাই ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য অতীতের মতো ভোট লুটের চেষ্টা করবে। শুধু নির্বাচন কমিশনের উপর ভরসা না করে নিজের পায়ের তলার মাটিকে আরও শক্তি করে বুথ রক্ষার প্রস্তুতি নিন।

২০১১ সালের পর শাসকদলের সন্ত্রাসে হাটগোবিন্দপুরে গণশক্তি পত্রিকার টেবিলগুলি বন্ধ ছিল। বিধানসভা নির্বাচনের পর এদিন হনুমানডাঙায় সি পি আই(এম) প্রথম সভা করলো এবং গণশক্তি পত্রিকার টেবিলও উদ্বোধন করেন অমল হালদার। সভা পরিচালনা করেন কৃপাসিন্ধু কোঙার। এছাড়া বক্তব্য রাখেন গণেশ চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন আইনুল হক, মেহবুব আলম প্রমুখ।

ধানের অভাবি বিক্রিতে কৃষকের মাথায় হাত

সরকার নির্ধারিত মূল্যে সেভাবে ধান কেনা হচ্ছে না জেলার কোথাও

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : এবারও আমনচাষিদের কপাল পুড়লো ধান বিক্রিতে। পশ্চিমবঙ্গের শস্যগোলা বর্ধমান জেলার চাষিদের অভাবি বিক্রি পিছু ছাড়ছে না। সরকারি দামে ১৪১০ টাকা কুইন্ট্যাল পেয়েছে হাতে গোনা চাষি। মাত্র ১৫০ জন। সেই ফোড়েদের হাতেই সঁপে দিতে হচ্ছে চাষিকে। দাম পাচ্ছে ১০৩৩ টাকা কুইন্ট্যাল বা ৬২০ টাকা বস্তা (৬০ কেজি)

মাত্র কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী বর্ধমানে আসেন। কৃষকের জন্য মায়াকান্না কেঁদে ঘোষণা করেন বোনাস দিতে হলে দেবো। কিন্তু সরকার ছাড়া অন্য কাউকে ধান দেবেন না। ঘোষণার ২০ দিন পরও চাষি সেই তিমিরেই।

কেনার পরিকাঠামো তৈরি না করে শুধুমাত্র প্রচার দিয়ে ধানের দাম ওঠাবার চেষ্টা করলে যা হয় তাই হচ্ছে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞমহল। এ পর্যন্ত জেলার ১৮টি ব্লকের ৩৫টি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এগুলি সবই কিষাণ মাণ্ডি। এছাড়া ৬৬টি সমবায় সমিতির মাধ্যমে ধান কেনার কাজ চলছে। এবার এফ.সি.আই এবং মিলগুলি ধান কিনছে না। স্বাভাবিক কারণেই সরকারি দামে ধান কেনা নাম মাত্র। বাধ্য হয়েই চাষি ফোড়েদের কাছে ধান বিক্রি করছে। এই ফোড়েদের কাছ থেকেই আবার মিল মালিকরা চাষির ধান সরকারি দামের থেকে অনেক কম দামে কিনছে। ফলে পোয়াবারো মিল মালিকদের।

মন্তেশ্বর ব্লকের মোহনলাল মুর্মু এবার ৬ বিঘা চাষ করেন। সবটাই ভাগে। অর্ধেক জমি জলসেচ না পাওয়ায় কাস্তে যায়নি জমিতে। অর্ধেক জমি বিঘা পিছু ১২ বস্তা হিসাবে ৩ x ১২ = ৩৬ বস্তা ধান পায়। ঋণ মেটাতে সব ধানটাই বিক্রি করে ৬২০ টাকা বস্তা, যেখানে সরকারি দাম ৮৫৫ টাকা বস্তা। অথচ বিঘা পিছু খরচ ৯ হাজার টাকা। অর্থাৎ বিঘা পিছু দেড় হাজার থেকে দু'হাজার টাকা লোকসান। বর্ধমান সদরের ভৈরব বাগ জানালেন তিনিও ভাগে তিন বিঘা চাষ করেন। মেশিনের সাহায্যে ধান ঝেড়ে ৮ হাজার টাকা বিঘা পিছু খরচ হয়। ৬২০ টাকা বস্তা ফোড়েদের কাছে বিক্রি করেছি। সরকারি দাম পেলেন না কেন বলতেই ঝাঁঝিয়ে উঠলেন। আপনাদের সেই এক কথা। ধান ঝাড়াই করে ঋণ মেটাতে হবে। আমাকে ১২ কিলোমিটার দূরে কিষাণ মাণ্ডিতে বিক্রি করতে যেতে হবে। সবটাই অনিশ্চয়তা। অনেকেই বুঝে উঠতে পারছে না রাইসমিলকে কেন ছাড় দেওয়া হলো ধান কেনা থেকে।

কালনাতে সরকার ঘোষিত সহায়কমূল্যে ধান বিক্রি করতে গিয়ে চরম হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে কৃষকদের। বিক্রয় কেন্দ্র থেকে ফিরিয়ে দেওয়া ধান এখন রাস্তায় পড়ে আছে। রাত জেগে পাহাড়া দিচ্ছে কৃষকরা। এ ছবি ১৫ ডিসেম্বর ধরা পড়লো কালনা-২নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত আনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝড়ুবাটি গ্রামে। কৃষক হয়রানির কথা স্বীকার করে নিল ক্ষমতাসীন ও বিরোধী উভয় রাজনৈতিক দলই। ক্ষমতাসীনরা দিলেন কৃষকদের ধান বিক্রি করিয়ে দেওয়ার আশ্বাস। আর বিরোধীরা বললেন, জোর আন্দোলন ছাড়া ধান বিক্রির কোনো পথই খোলা নেই। পথ যে খোলা নেই, তা এদিন বোঝা গেলো—একজন কৃষককে তার অভিযোগের কথা কালনা মহকুমা শাসককে জানাতেই দেওয়া হল না। ফিরিয়ে দেওয়া হল গেট থেকে।

ঝড়ুবাটি গ্রামের রামচন্দ্র পোদ্দার, লক্ষণচন্দ্র পোদ্দার এবং তাঁদের ভাইপো সুফল পোদ্দার প্রায় দশ দিন আগে জমির কাগজপত্র সহ সহায়কমূল্যে ধান বিক্রির আবেদন করেছিলেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে তাদের তালিকাভুক্ত করে কালনা শহরের একটি রাইসমিলে নাম পাঠিয়ে দেয়। রাইসমিল কৃষকদের জানায় ১৪ ডিসেম্বর তাদের ধান নেওয়া হবে। সেই মতো তিন কৃষক দেড়শো বস্তা ধান নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে হাজির হন। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর একমাত্র রামচন্দ্র পোদ্দারের ধান মিল ক্রয় করে। তাও আবার ৬০ কেজি ধানে আড়ই কেজি ধান বাড়তি দিয়ে। বাকি ধান ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সেই অবিক্রিত ধান ট্রলি সমেত রাস্তার ধারে রেখে রাত পাহাড়া দিতে হয় কৃষকদের।

মিল মালিকদের সাথে যোগাযোগ করলে সেখান থেকে হুমকি দেওয়া হয়। বলা হয় আমরা যে ধান কিনেছি, তার কোনো রসিদ দেওয়া হয়নি। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ঐ ধান পুরোটাই গায়েব করে দেবো। এই হুমকির পর লক্ষণ পোদ্দার ও সুফল পোদ্দার কালনা মহকুমা শাসকের দপ্তরে যান। কিন্তু তাঁদের মহকুমা শাসকের কাছে যেতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে তাঁরা মহকুমা শাসকের রিসিভ সেকশনে অভিযোগপত্র জমা দিয়ে বাড়ি চলে যান।

কালনা-২ নং ব্লকের তৃণমূল সভাপতি প্রণব রায় এই কৃষক হয়রানির কথা সরাসরি স্বীকার করে নেন। কৃষক হয়রানি চলছে কৃষকের বিক্ষোভও বাড়ছে।

এবার সরকার জেলাতে চার লক্ষ মেট্রিক টন ধান কেনার লক্ষমাত্রা নিয়েছে। গতবার ধান কেনা হয় দু'লাখ ষাট হাজার মেট্রিক টন। টার্গেট ছিল তিন লক্ষ টন। যা গতি তাতে এবার এক লক্ষ টন ছুঁতে পারবে কিনা—সন্দিহান বিশেষজ্ঞ মহল। ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ন্যাকফ, বেনফেড, ই.সি.এস.সি-র মাধ্যমে ২৩০০০ কুইন্ট্যাল ধান কেনা হয়েছে। এর মধ্যে ২৬টি সমবায় সমিতি ওয়ার্ক অর্ডার পেয়েও ধান কেনেনি।

এভাবে বার বার সরকারিভাবে ধান কেনা মুখ থুবড়ে পড়ছে কেন? উঠছে প্রশ্ন! তবে কি সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন? উত্তর সময়ের গভীরে।

নতুন চিঠি

২১ ডিসেম্বর, ২০১৫

ওরা ভয় পেয়েছে

আসলে তৃণমূল ভয় পেয়েছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন। পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতায় মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে তৃণমূল শাসন কী জিনিস। তারা এর হাত থেকে মুক্তি চাইছে। ভারতের অন্যত্রও পশ্চিমবঙ্গের কথা উঠলেই মানুষ হেসে উঠে বলে এখানে তো এক পাগলীর শাসন চলছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই এখন ভালো ভালো কথা বলছেন— অন্তর্দ্বন্দ্ব চলবে না, অসহিষ্ণুতা চলবে না, সিণ্ডিকেট রাজ চলবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তৃণমূলের পাঁচ বছরে দল ও দলীয় শাসনের যে ভয়াবহ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, স্বয়ং মমতা ব্যানার্জী চাইলেও তা হবে কপটতারই প্রকাশ, দল এবং শাসনের নামে নৈরাজ্য যেমন চলছে তেমনই চলবে।

তৃণমূল কংগ্রেস যে কতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে তার আর একটি উদাহরণ পাওয়া গেল এবার বর্ধমানে। ২৭ ডিসেম্বর ব্রিগেড সমাবেশের প্রচার উপলক্ষে স্থানীয় কালনা গেটে সি পি আই(এম)-এর সমাবেশের উপর নারকীয় আক্রমণ চালালো স্থানীয় কাউন্সিলারের উপস্থিতিতে ও নেতৃত্বে। পুলিশও তৃণমূল বাহিনীর রূপ ধরেই আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণ চালালো। সাংবাদিকদের ক্যামেরায় সবই ধরা আছে। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তৃণমূল কাউন্সিলার সহ কয়েক জনকেও বিশেষ লোক-দেখানো গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অবিলম্বে ছাড়া পেতে যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, পুলিশ অবশ্য সেরকম রিপোর্টই দেবে। এ বিষয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

আসলে মানুষ এখন তৃণমূলের হাত থেকে মুক্তি চাইছে। সেই জন্যই আরও বেপরোয়া হয়ে বাম প্রতিপক্ষের উপর সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে, হিংস্রতা দিয়ে সব প্রতিবাদকে দমন করতে চাইছে। পুলিশও দলদাসের ভূমিকা পালন করছে।

পৃথিবীর কোনো দেশেই এই নৈরাজ্যের শাসন স্থায়ী হয়নি। এই হিটলারি শাসনও টিকবে না, যদি বামশক্তি সঠিকভাবে এর মোকাবিলা করতে পারে। বাম শক্তি এবার সেই পথেই নেমেছে।

হেঁশোরাম হুঁশিয়ার

একটি ছাগলের আত্মকথা

বাড়ছি আড়ে ও বহরে
মনে মনে তবু ভয়।
আমাকে দেখে কি কখনো
মদন মনে হয়?

নেতারা ঝাড়ে ও বংশে
সাথে বাড়ে পোলাপান
আমাদের খোলা-ভুষি
বটপাতা দুই খান।

ওনাদের বাড়ে ভুড়ি
পেটে খেলে পিটে সয়
মনে মনে তবু সন্দ
এই বুঝি হলো ক্ষয়।

চারিদিকে সভাকবি
পারিষদ কথা কয়।
অমাবস্যার রাতেও
কাপালিক জেগে রয়।

চারদিকে এত খুশি
গন্ধেতে ময় ময়।
বাজছে কাঁসর ঘন্টা
তবু কেন পুষি ভয়!

কেন যে বাড়ছে ধন্দ
(যদি) ছন্দ পতন হয়!
আমাকে দেখে কি কখনো
মদন মনে হয়?

এক ডজন প্রশ্ন

১. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল? সেই পুরস্কার কে গ্রহণ করেন?
২. কার মৃত্যুদিনে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়? কবে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল? কোন সাল থেকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়?
৩. ২০১৪ সাল পর্যন্ত কত জন ভারতীয়রা নোবেল পুরস্কার পান? কোন কোন বিষয়ে?
৪. কোন কোন সালে ভারতীয়রা নোবেল পুরস্কার পান?
৫. শান্তি নোবেল প্রাইজ কোন কোন সালে দেওয়া হয়নি?
৬. কোন সালে একমাত্র সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল? কে পান?
৭. কোন কোন সালে একমাত্র সাহিত্যে পুরস্কার দেওয়া হয়নি?
৮. চিকিৎসাশাস্ত্রে কোন কোন বছর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়নি?
৯. কোন কোন বছর কোনো বিষয়েই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়নি?
১০. ১৯৪৮ সালে কাকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার কথা ছিল? দেওয়া হয় নি কেন?
১১. পদার্থবিদ্যায় কোন কোন বছর পুরস্কার দেওয়া হয়নি?
১২. রসায়নবিদ্যায় কোন কোন বছর পুরস্কার দেওয়া হয়নি?

(উত্তর শেষের পাতায়)

বুলহা কি জানান ম্যঁই কউন

পঙ্কজ পাঠক

ঠিক কালনা-গেট পেরিয়ে যে রাস্তাটা কালনা অভিমুখী, সেই রাস্তা ধরে কিছুটা গেলেই বাঁদিকে সুকান্তপল্লির রাস্তা। ওই রাস্তা ধরে আরও খানিকটা গেলেই চোখে পড়বে মসজিদ, মসজিদের পাশ দিয়ে এগুলেই বুদ্ধু শাহ-র অপূর্ব সমাধি-মন্দির। সন্ধের আলো আঁধারিতে যদি যান দেখবেন মন্দিরের বারান্দায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ঘর— গেরস্থালির কাজ সেরে মেয়ে বউরা গেছে প্রার্থনা করতে। পুরুষরাও কেউ কেউ প্রার্থনায় সামিল। সামনে একটি কাঁঠালগাছ, এই গাছের নিচেই নাকি প্রথম এসে বসেছিলেন গোলাম ইমাম ওরফে বুদ্ধু শাহ। গাছতলাটি বাঁধানো, বড় নিরিবিলি পরিবেশ। কাছেই বিরাট জলাশয়। বুদ্ধু শাহ ছিলেন একজন লেখক ও সাধক। তাঁর গুরু বাবুজান শাহ-র সমাধি পুরাতনচকে পির বাহরামের সমাধির কাছে। উরষের সময় ফাল্গুন মাস। রাজ্যের বহু জেলা থেকে হিন্দু-মুসলমান ভক্তরা এখানে আসেন। কোনো বিভেদ নেই, সেই সময় যেন আনন্দমেলা।

এইরকমই ময়ূরমহলে খোক্কর শাহর-র সমাধির কাছে হিন্দু-মুসলমানরা গিয়ে মাথা ঝোঁকান কত শতাব্দী ধরে সঠিকভাবে বলা মুশকিল। আদিয়া শালভি পেশায় একজন সাংবাদিক। একসময় তাঁরা হিন্দু ছিলেন, পূর্বপুরুষ কোনো সুফি সাধকের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন ভারতের সুফি সাধকদের জীবন নিয়ে একখানা বই। এই বই পড়ে কত অজানা সুফি সাধক মানুষের মধ্যে প্রেম বিলিয়েছেন জানলে অবাক হতে হয়। তাঁরা সকল ধর্মের মানুষকে মনের মানুষ ভাবতে শিখিয়েছিলেন। এইসব জানতে জানতে মন পড়ে উপনিষদের সেই বহু পরিচিত কথা 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সে।

হ্যাঁ, একথাও তো সত্যি যে দ্বাদশ শতাব্দীতে তুর্কিদের সঙ্গে মধ্য এশিয়া থেকে বহু সুফি সাধক ভারতে এসেছেন। তাঁরা এদেশের জলবায়ু, ধর্মীয় পরিবেশ, সহিষ্ণুতা, উপনিষদের শিক্ষা প্রভৃতিতে জায়মান হতে হতে এক অনন্যসাধারণ ভক্তি আন্দোলনকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সে আন্দোলনে প্রাধান্য পেয়েছে— মানুষকে ভালবাসা। আজমিরে মইনুদ্দিন চিস্তির দরগায় দেশ-দেশান্তরের মানুষ যান। ওই দরগা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের তীর্থক্ষেত্র। এই শহরেরও হিন্দু-মুসলমান অনেকেই সেখানে যান।

কিছুদিন ধরেই বলিউডের ফিল্মে সুফিগানের প্রাধান্য। দেশের নতুন প্রজন্ম এখন ওইসব গানে মজে আছে। আসলে তরুণ প্রজন্ম চায়না ধর্মের বিভাজন, তারা শান্তি আর আনন্দই পেতে চায়। কয়েকদিন আগে আমার এক পরিচিত, পেশায় মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, লখনৌতে পেশাগত কোর্স করতে গিয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ারের বয়স আঠাশ, দেশ-বিদেশ ঘুরে বেরিয়েছে। লখনৌ থেকে কাছে বারাবঙ্কিতে ওয়ারিশ আল শাহ-র সমাধি। তা সমাধি দেখতে যাওয়া ও সেখানে গিয়ে প্রার্থনা করার তার খুব ইচ্ছে। কোর্সের ফাঁক একবেলা সময় পেয়ে সে যখন সমাধি-মন্দিরে যায় তখন কার্তিক মাস, বাৎসরিক মেলা শুরু হয়েছে। মেলায় মানুষের ঢল দেখে তার বিস্ময়ের অন্ত নেই। একজন হিন্দু-যুবকের হাজার হাজার মুসলমানের ভিড় ঠেলে সমাধিতে প্রবেশ করতে অসুবিধা হয়নি।

যেমন অসুবিধা হয় না এই শহরের পুরাতন চকে পির বাহরামের সমাধি-মন্দিরে গিয়ে হিন্দুদের প্রদীপ জ্বালাতে। এমন শান্ত পরিবেশ পিরবাহরামের সমাধিকে ঘিরে যে ওখানে গেলে মন অন্যরকম হয়ে যায়। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সমাধির ওপর বিছানো চাদরে গোলাপজল ছিটিয়ে দেয়, আতর মাখিয়ে দেয়।

অসুবিধা এখন তৈরি করা হচ্ছে। গোলাম আলির মতো শিল্পীর গান বন্ধ করে দিল বিভেদপন্থীরা। এদেশের পরিবেশে বহু ধর্মের মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী একসঙ্গে কাটিয়েছেন, কিন্তু তা নষ্ট করেছিল ইংরেজরা সিপাহি বিদ্রোহের পর, আর এখন নষ্ট করছে এদেশের ধর্মান্ধ মানুষরা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাঞ্জাবে বুলহা শাহ থেকেছেন, লিখেছেন কাফি আঙ্গিকে কবিতা। তিনি আচারসর্বস্ব ধর্ম বিশ্বাসের বিপক্ষে মুক্তকণ্ঠে অনেক কথা বলেছেন। বুলহে শাহ মনে করতেন মন্দির, মসজিদ, কাশি, মক্কা, রমজানে ঈশ্বর নেই, তিনি আছেন অন্তরে। তাঁর নিজের মধ্যেই প্রশ্ন ছিল, তিনি হিন্দু না মুসলমান। তাই বলেছেন বুলহা কি জানান ম্যঁই কউন। পাঞ্জাবে একসময় শিখগুরু ও সুফি সন্তদের মধ্যে মত বিনিময় হত।

নানা ধর্মের সহাবস্থানের বহতা স্রোতকে ঘুরিয়ে দেওয়ার পরিস্থিতি তৈরির প্রচেষ্টা যারা বোঝেনা তাদের বোঝানোটাই এখন জরুরি কর্তব্য। ধর্মান্ধদের তৈরি দাবানলে দরিদ্র মানুষরাই তো পুড়ে বেশি খাক হয়। আসলে মত বিনিময়ের পরিসর যত প্রসারিত হয় ধর্মান্ধরা তত কোনঠাসা হয়। এই পরিসরের বিস্তার ঘটানো সহজ নয়। তবে হাল ছাড়লে চলবে না।

রবি চাষে সেচের জলের দাবিতে ডেপুটেশন মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৫ ডিসেম্বর : মেমারি জোনাল কৃষক সভার উদ্যোগে মেমারি সেচ দপ্তরে আলু চাষে রাজ্য সরকারের জল না দেবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জল সরবরাহের দাবিতে কৃষক বিক্ষোভ সমাবেশ করে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মেমারি-১ ব্লক এলাকায় সেচের জলের অভাবে মাঠের আলু গাছগুলি শুকিয়ে যেতে বসেছে। সব ক্যানেলে দ্রুত জল ছাড়া না হলে কৃষক সর্বস্বান্ত হবে। জেলা প্রশাসন কার্যত নির্বিকার। খরার পরিস্থিতি মোকাবিলায় সামান্যতম কোনও ব্যবস্থা নেয়নি সরকার। তাই কৃষকরা পথে নেমেছে। সেচের জলের দাবি তুলেছে। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের জোনাল সম্পাদক আন্তাজ আলি দফদার বলেন, ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত জল না দিলে প্রায় ৩২ হাজার হেক্টর জমিতে আলুগাছ নষ্ট হবে। রবি চাষে যদি জল না দেয় রাজ্যে অগ্নিগর্ভ অবস্থা সৃষ্টি হবে। রাজ্যে একটা তুঘলকি সরকার চলছে। দীর্ঘদিন ধরে ধানের দাম নেই। কৃষকের পাশে সরকারকে দাঁড়ানোর দরকার। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সনৎ ব্যানার্জী, প্রশান্ত কুমার, জয়দেব ঘোষ প্রমুখ। সমাবেশ থেকে কৃষকসভার জোনাল সম্পাদক আন্তাজ আলি দফাদারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল মেমারি সেচ দপ্তরের ডিভিশনাল অফিসার তাপস ভট্টাচার্যর হাতে ডেপুটেশনের কপি তুলে দেন। ডেপুটেশনের কপি হাতে পেয়ে তাপসবাবু জানান, আমি আপনাদের মতই অসহায়। এখনও পর্যন্ত আমার কাছে কোনো খবর নেই।

বোরোর পরিবর্তে বিকল্প চাষে ঝুঁকছেন চাষিরা

আলেক সেখ, কালনা : ধারাবাহিক ধানচাষে মার খাচ্ছে চাষি। এবার আমনচাষেও ব্যাপক লোকসানে পড়েছে। চাষের যা খরচ, তাতে ধানের যা দাম সেই দরে বিক্রি করে অর্ধেক খরচও উঠছে না। সরকারি দামে এক ছটাকও ধান বিক্রি হয়নি। তাই চাষি এবার বিকল্প চাষে ঝুঁকছে। সামনের বোরো চাষের ঝুঁকি না নিয়ে সমুদ্রগড়, পূর্বস্থলীতে ব্যাপকভাবে সর্ষে, ধনে, ভুট্টা এবং কালো জিরার চাষ শুরু হয়েছে।

তাই বোরো মরশুমে ধান চাষ করার চিন্তা বহু কৃষক মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেছেন একেবারেই। কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী ১নং এবং পূর্বস্থলী ২নং ব্লকে ৪০টি কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি আছে। সেই সমিতিগুলির মধ্যে সমুদ্রগড় সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি অন্যতম। এই সমিতির ম্যানেজার হামিদ শেখ জানান, তার সোসাইটির মিনি গুচ্ছ টিউবওয়েলের মাধ্যমে আঠারোশ সত্তর বিঘা জমিতে বোরো চাষ হতো। এবার তার বদলে সর্ষে, কালো জিরা, ভুট্টা এবং ধনে চাষ হচ্ছে। যে ফসলের চাহিদা ও মূল্য অনেক বেশি। ফলে এই চাষে কৃষকদের লাভ হবেই। সমবায় থেকে কৃষকদের সচেতন করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়। সভা ডেকে তাদের বীজ, সার প্রযুক্তিগত সাহায্যের আশ্বাসও দেওয়া হয়। সব কৃষকই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বোরো চাষের পরিবর্তে বিকল্প চাষই করেছেন এবার। সমুদ্রগড় সমবায়ের পথ ধরে পূর্বস্থলীর অন্যান্য জায়গাতেও কমবেশি বিকল্প চাষ হয়েছে বলে জানা গেছে কৃষি দপ্তর সূত্রে। পূর্বস্থলীর কৃষক মধুসূদন হাজরা বলেন, সরকার পাশে নেই বলে আত্মহত্যা করতে হবে? আত্মহত্যা কোনো ভাবেই সমাধানের পথ নয়। লড়াই-এর মধ্য দিয়েই বাঁচার পথের সন্ধান মিলবে।

ফিরে দেখা ২০১৫

সংকলন : কাজী আব্দুল করিম

▸ **১ জানুয়ারি** : হুয়াং; পু নদীর ধারে চেন ওয়াই স্কোয়্যারে ভিড়ের চাপে ৩৬ জন পদপিষ্ট হয়ে মারা যান,আহত ৫০ জন।

▸ **১ জানুয়ারি** : কেন্দ্রীয় সরকার যোজনা কমিশনের বিকল্প হিসাবে নীতি আয়োগ (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সফর্মিং ইণ্ডিয়া) গঠন করে। চেয়ারম্যান হবেন প্রধানমন্ত্রী।

▸ **২ জানুয়ারি** : কলকাতার নিউটাউন স্মৃতিভবন পার্কের জলাশয়ে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়।

▸ **২ জানুয়ারি** : জাতীয় মহিলা ফুটবলার কলকাতার মেয়ে স্বপ্না গুড়িয়া মারা যান।

▸ **৩ জানুয়ারি** : মধ্য তুর্কির পুরাতাত্ত্বিক স্থানে খনন কার্য চালিয়ে পাঁচ হাজার বছরের পুরানো এক শহরের খোঁজ পাওয়া যায়।

▸ **৩ জানুয়ারি** : শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার কুমার সাঙ্গাকারা টেস্টে ২২৪ ইনিংস খেলে সচিন তেন্ডুলকর এবং রিকি পন্টিংসের নজির ভেঙে দেন।

▸ **৩ জানুয়ারি** : হলিউডের প্রখ্যাত কমেডিয়ান অভিনেত্রী ডোনা ডগলাস (৮২ বছর) প্রয়াত হন।

▸ **৪ জানুয়ারি** : পোপ ফ্রান্সিসের পদত্যাগ বা মৃত্যু ঘটলে পরবর্তী পোপ ঠিক করতে ২০ জন কার্ডিনালকে নিবাচন করেন পোপ ফ্রান্সিস।

▸ **৪ জানুয়ারি** : বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক প্রবীর ঘোষ (৬২ বছর) প্রয়াত হন।

▸ **৫ জানুয়ারি** : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কথক শিল্পী, পণ্ডিত চিত্রেশ দাস (৭০ বছর) প্রয়াত হন। এই দিনই প্রয়াত হন বিশিষ্ট দাবা সংগঠক বিনয় বভুয়া।

▸ **৫ জানুয়ারি** : মাওবাদী শীর্ষনেতা প্রমোদ মারি ওড়িষ্যায় আত্মসমর্পণ, তার মাথার মূল্য তিন লাখ।

▸ **৬ জানুয়ারি** : পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিয়ন্ত সিং-এর হত্যাকারীদের অন্যতম আসামী গুরমিত সিং ওরফে তারা সিংকে থাইল্যাণ্ডে গ্রেপ্তার।

▸ **৭ জানুয়ারি** : শান্তিতে নোবেলজয়ী কৈলাস সত্যার্থী শান্তি নোবেল স্মারকটি ভারতের রাষ্টপতি ভবনের সংগ্রহশালায় উপহার দেন।

▸ **৭ জানুয়ারি** : ফ্রান্সের প্যারিসে এক ফরাসী ব্যাঙ্গ সাপ্তাহিক পত্রিকা (শার্লি এবদো) দপ্তরে জঙ্গি বন্দুকবাজরা গুলি চালিয়ে পত্রিকা সম্পাদক স্তেফালে কার্বোনেয়ার সহ ১২ জনকে খুন করে।

▸ **১০ জানুয়ারি** : প্রয়াত হন সাংবাদিক বিশ্বজিৎ বসু (৫২)।

▸ **১০ জানুয়ারি** : পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশারফের ওপর হামলার দায়ে দোষী খালিদ মেহবুবকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

▸ **১১ জানুয়ারি** : সুইডিশ অভিনেত্রী কার্স্টেন অ্যানিটা একবার্গ (৮৩ বছর) প্রয়াত হন।

▸ **১২ জানুয়ারি** : এশিয়ার বর্ষসেরা গল্‌ফারের পুরস্কার পান ভারতের অনির্বাণ লাহিড়ী।

▸ **১৩ জানুয়ারি** : অর্ন্তকলহের জন্য পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন অভিনেতা মনোজ মিত্র।

▸ **১৩ জানুয়ারি** : বাংলাদেশের বিরোধী দলনেত্রী খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা রিয়াজ রহমানকে গুলি করে হত্যা করে গাড়িটি পুড়িয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা।

▸ **২২ জানুয়ারি** : মণিপুরের লড়াকু নেত্রী ইরম শর্মিলা চানুকে আদালত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। আবার ২৪ জানুয়ারি তাঁকে গ্রেপ্তার করে আত্মহত্যা করতে পারেন এই অজুহাতে।

▸ **২৬ জানুয়ারি** : পৃথিবীর পাশ দিয়ে ৬টি ফুটবল গ্রাউণ্ডের সমান একটি গ্রহাণু চলে যায়। নিরাপদ দূরত্বে থাকার কারণে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

▸ **২৭ জানুয়ারি** : চলচ্চিত্র সম্পাদক অরবিন্দ ভট্টাচার্য (৮৬ বছর) প্রয়াত হন।

▸ **২৯ জানুয়ারি** : দার্জিলিং-এর জি এন এন এফ সুপ্রিমো সুবাস ঘিসিং (৭৮) প্রয়াত হন।

▸ **৩০ জানুয়ারি** : গর্ভনিরোধক ঔষধ 'দ্য পিল'-এর আবিষ্কারক রসায়নবিদ্ কার্ল জেরাসি (৯১) প্রয়াত হন।

▸ **৩১ জানুয়ারি** : সারদা মামলায় সি বি আই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাতঙ্গ সিংকে গ্রেপ্তার করে।

▸ **২ ফেব্রুয়ারি** : ইন্দোনেশিয়ার আগ্নেয়গিরি মাউন্ট সিনা বুং জেগে ওঠে। ১৬ জনের মৃত্যু হয়।

▸ **৩ ফেব্রুয়ারি** : প্রখ্যাত ভাস্কর মৃণালিনী মুখোপাধ্যায় (৬৫ বছর) প্রয়াত হন।

▸ **৪ ফেব্রুয়ারি** : কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এন আই এ খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডে মোফাজুল আলম ওরফে লাদেনকে গ্রেপ্তার করে।

▸ **৪ ফেব্রুয়ারি** : তাইওয়ানের একটি যাত্রীবাহী বিমান নদীতে ভেঙে পড়লে ৫৮ জনের মৃত্যু ঘটে।

▸ **৪ ফেব্রুয়ারি** : প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মার্টিন গিলবার্ট (৭৮ বছর) প্রয়াত হন।

▸ **৫ ফেব্রুয়ারি** : সারদা কাণ্ডে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তৃণমূল সাংসদ সৃঞ্জয় বোস সাংসদপদ এবং তৃণমূলের সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

▸ **৭ ফেব্রুয়ারি** : ফরাসী পোস্ট ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পী পপ গগ্যাঁর আঁকা তৈলচিত্র টুতাহিগন গার্লস ভারতীয় টাকায় ১৮৬০ কোটি টাকায় বিক্রয় হয়।

▸ **১০ ফেব্রুয়ারি** : দিল্লি বিধানসভা ভোটে আম আদমি পার্টি ৭০টি আসনের মধ্যে ৬৭টিতে জয় লাভ করে। ৩টি আসন পায় বিজেপি দল।

▸ **১৩ ফেব্রুয়ারি** : রাজিব দাস হত্যা মামলায় আদালত তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়।

▸ **১৩ ফেব্রুয়ারি** : বেঙ্গালুরু-এর্ণাকুলাম ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হলে ৯ জনের মৃত্যু এবং ২০ জন গুরুতর জখম হন।

▸ **১৪ ফেব্রুয়ারি** : দিল্লির রামলীলা ময়দানে দিল্লির ৮ম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সঙ্গে ৬ জন মন্ত্রীও শপথ নেন।

▸ **১৬ ফেব্রুয়ারি** : মহারাষ্ট্রের প্রবীণ সি পি আই(এম) নেতা গোবিন্দ পানসারে ও তাঁর স্ত্রীকে দুষ্কৃতীরা গুলি করে পালিয়ে যায়। ২০ ফেব্রুয়ারি গোবিন্দ পানসারে মারা যান।

▸ **১৮ ফেব্রুয়ারি** : সারদা মামলায় রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী মদন মিত্রকে মূল ষড়যন্ত্রী দেখিয়ে সি বি আই চার্জশিট জমা দেয়।

▸ **২১ ফেব্রুয়ারি** : নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন নোবেল জয়ী ড. অমর্ত্য সেন।

▸ **২২ ফেব্রুয়ারি** : ঢাকার পদ্মা নদীতে দুটি জাহাজের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়ায় ৭০ জনের মৃত্যু, ২০ জন নিখোঁজ হন।

▸ **২২ ফেব্রুয়ারি** : চতুর্থবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন নীতিশ কুমার সঙ্গে ২২ জন মন্ত্রী।

▸ **২৩ ফেব্রুয়ারি** : এ বছর সেরা চলচ্চিত্র হিসাবে 'বার্ডম্যান' অস্কার জয় করে। সেরা পরিচালক হিসাবে অস্কার পান আলেকজান্দ্রো গঞ্জালেস।

▸ **২৬ ফেব্রুয়ারি** : পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পি এস সি) চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন নরুল হক। কমিশনের অন্য সদস্যদের সঙ্গে বিবাদের জন্য এই ইস্তফা।

▸ **২৭ ফেব্রুয়ারি** : রাশিয়ার বিরোধীদল নেতা প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী বরিস ওয়াই নেমস্তভ ক্রেমলিনের রাস্তায় খুন হন। এই খুনের প্রতিবাদে ১ মার্চ হাজার হাজার মানুষ প্রতিবাদ মিছিল করেন।

▸ **১ মার্চ** : জম্মু ও কাশ্মিরে জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হলেন PPD সুপ্রিমো মুফতি মহম্মদ সইদ।

▸ **৩ মার্চ** : মহারাষ্ট্রে গোহত্যা নিষিদ্ধ বিলে সই করেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি।

▸ **৯ মার্চ** : শুরু হয় সি পি আই(এম) দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ২৪ তম সম্মেলন। কলকাতার প্রমোদ দাশগুপ্ত ভবনে এই সম্মেলন হয়। রাজ্য সম্পাদক নিবাচিত হন ডা. সূর্যকান্ত মিশ্র।

▸ **১০ মার্চ** : অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে বার্টার্ড পিকার্ড ও আন্দ্রে বোর্শবার্গের পরিকল্পনায় তৈরি সোলার ইম্পালস-২ বিমান বিশ্ব ভ্রমণে বের হয়ে ভারতের মাটি ছুঁয়ে যায়।

▸ **১০ মার্চ** : হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান অলিম্পিকে সোনা জয়ী সাঁতারু ক্যামিলি মুফত সহ ফ্রান্সের ৭ জন অ্যাথলিট।

▸ **১৩ মার্চ** : ঘূর্নিঝড় 'পাম'-এর দাপটে ভ্যানুয়াটু দ্বীপরাষ্ট্র বিধ্বস্ত হয়। ৩৪০ কিমি বেগে ঝড় আছড়ে পড়লে ৮ জনের মৃত্যু হয়।

▸ **১৩ মার্চ** : পার্ক স্ট্রিটের গণধর্ষিতা সুজেট জর্ডন মারা যান। দোষীরা সব ধরা পড়েনি।

▸ **১৪ মার্চ** : লন্ডনের পার্লামেন্ট স্কোয়ারে গান্ধিজির ৯ ফুট ব্রোঞ্জের মূর্তির উন্মোচন করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন। ছিলেন ভারতের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি।

▸ **২৩ মার্চ** : ভাতার থানার সি পি আই(এম) কর্মী মঙ্গল হেমব্রমকে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা খুন করে।

▸ **২৩ মার্চ** : দাদা ভাই ফালকে পুরস্কার পান প্রবীণ অভিনেতা শশীকাপুর। তাঁর বাবা পৃথ্বীরাজ কাপুর এবং বড় দাদা রাজ কাপুরও এই পুরস্কার পেয়েছেন।

▸ **২৪ মার্চ** : শান্তিনিকেতনে বাংলাদেশ ভবনের জন্য বিশ্ব ভারতীর উপাচার্যের হাতে ২৫ কোটি টাকার চেক তুলে দেন বাংলাদেশের শিক্ষা সচিব মহঃ জালালউদ্দিন।

▸ **২৪ মার্চ** : প্রথম ভারতীয় পর্বতারোহী মাল্লি মস্তান বাবু (অন্ধ্রপ্রদেশ) সাতটি মহাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয়ের কৃতিত্বের অধিকারী, আমেরিকা আন্দিজ পর্বতে হারিয়ে যান, আজ তাঁর মৃত দেহ পাওয়া যায়।

▸ **২৫ মার্চ** : চিটফাণ্ড কাণ্ডে গ্রেপ্তার হন রোজ ভ্যালির কর্ণধার গৌতম কুণ্ডু।

▸ **২৬ মার্চ** : জার্মানির একটি যাত্রীবাহী বিমান আল্পস পর্বতমালায় ভেঙে পড়লে ১৫০ জনের মৃত্যু ঘটে।

▸ **২৯ মার্চ** : ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত হন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী।

▸ **২৯ মার্চ** : পঞ্চমবার বিশ্বকাপ ক্রিকেট জয় করে অস্ট্রেলিয়া হারায় নিউজিল্যাণ্ডকে।

▸ **২৯ মার্চ** : ২০১১ সালে সাহিত্যে নোবেলজয়ী সুইডিশ কবি ও মনোস্তত্ত্ববিদ টমাস ট্রান্সট্রোমার (৮৩) প্রয়াত হন।

▸ **১ এপ্রিল** : আন্ধ্রপ্রদেশের নয়া রাজধানীর নাম ঘোষিত হয় অমরাবতী।

▸ **১ এপ্রিল** : বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রবীণ তোগাড়িয়ার পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

▸ **২ এপ্রিল** : নাইরোবির আলা শাবারের চারজঙ্গি কেনিয়ার গারিস্বা শহরের এক কলেজ ছাত্রাবাসে হামলা চালালে ১৪৮ জন মারা যায়। এর মধ্যে ১৪২ জন কলেজের ছাত্র।

▸ **২ এপ্রিল** : পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে ইরান পরমাণু চুক্তি নিয়ে রফা করে।

▸ **২ এপ্রিল** : ৭ বারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান ভারতশ্রী কমল ভাণ্ডারি (৮১) প্রয়াত হন।

▸ **৭ এপ্রিল** : অন্ধ্রপ্রদেশের সেশাচলম পার্বত্য জঙ্গলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ২০ জন চন্দন দস্যুর মৃত্যু হয়।

▸ **১১ এপ্রিল** : বর্ধমানের দেওয়ানদিঘির কাছে এক বাস দুর্ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্য এবং ৫০ জন আহত হন।

▸ **১১ এপ্রিল** : মালালার নামে একটি গ্রহানুর নাম দেয় নাশা।

▸ **১১ এপ্রিল** : অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তী ক্রিকেটার রিচি বেনো (৮৪) প্রয়াত হন।

▸ **১১ এপ্রিল** : বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত জামাতনেতা মহঃ কামারুজ্জামানের ফাঁসি দেয়।

▸ **১২ এপ্রিল** : ৫০ বছর পর মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয় কিউবা-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

▸ **১৩ এপ্রিল** : উরুগুয়ের কথা সাহিত্যিক দুয়ার্দো গালেয়ানে (৭৪) প্রয়াত হন।

▸ **১৪ এপ্রিল** : সি পি আই(এম) দলের ২১ তম পার্টি কংগ্রেস বিশাখাপত্তমে শুরু হয়। এই সম্মেলন থেকে সাধারণ সম্পাদক হন সীতারাম ইয়েচুরি।

▸ **১৪ এপ্রিল** : সাহিত্যে নোবেলজয়ী গুন্টার গ্রাস (৮৭) প্রয়াত হন।

▸ **১৬ এপ্রিল** : ভূমধ্যসাগরের লিবিয়া উপকূলে একটি যাত্রীবাহী নৌকা ডুবে গেলে ৪০০ জন উদ্বাস্তুর মৃত্যু ঘটে।

▸ **১৭ এপ্রিল** : চেকোস্লাভাকিয়ার কিংবদন্তি হকি তারকা জারো স্লাভ হোলিক (৭২) প্রয়াত হন।

▸ **২০ এপ্রিল** : ইউরো চিটফাণ্ড গ্রুপের মালিক বিশ্ব প্রিয় গিরিকে মোট ১২ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন আলিপুর ক্রেতা সুরক্ষা আদালত।

▸ **২১ এপ্রিল** : সন্ত্রাস, বুথ দখল এবং ব্যাপক ছাপ্পা ভোট দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানায় বামপন্থী সহ তৃণমূল বিরোধী দলগুলি।

▸ **২১ এপ্রিল** : ওড়িষ্যার তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী জানকী বল্লভ পট্টনায়েক (৮৯) প্রয়াত হন।

▸ **২৫ এপ্রিল** : নেপালের পোখরায় ভূমিকম্প (রেঃ স্কেল ৭.৩) হয়। নেপালে মৃত্যু সংখ্যা ২৫০০ ছাড়িয়ে যায়। ভারতে মৃত্যু ৮০। পরের দিনও ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষতি হয়।

▸ **২৬ এপ্রিল** : প্রখ্যাত সাঁতারু মাসাদুল রহমান বৈদ্য(৪৬) প্রয়াত হন।

▸ **২৭ এপ্রিল** : অন্ডালের কাজী নজরুল ইসলাম বিমান বন্দরকে এয়ারোড্রোম লাইসেন্স দেয় ডিরেক্টর জেনারেল অব সিভিল এভিয়েসন (DGCA)।

▸ **৩০ এপ্রিল** : নোবেলজয়ী মালালা ইউসুফজাইকে গুলি করার দায়ে ২৫ বছরের জেল হলো ১০ জন তালিবানজঙ্গির।

চলবে ...

সকলের জন্য শিক্ষা ও কাজের দাবিতে যুব সমাবেশ রানিগঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : চাই শিক্ষা, চাই কাজ, চাই গরম ভাত, চাই গণতান্ত্রিক অধিকার—এই দাবিতে ১৭ ডিসেম্বর ডি ওয়াই এফ আই-এর ডাকে বল্লভপুর অঞ্চলে যুব সমাবেশ হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন যুবনেতা আভাষ রায়চৌধুরী বলেন, আগে বাংলা ধান, আলু উৎপাদনে প্রথম ছিল, শিল্পে অগ্রগতি ঘটছিল, আর আজ সাড়ে চার বছরে রাজ্য নারী নির্যাতনে ও নারী পাচারে প্রথম। শিল্প নেই, আর্থিক কেলেঙ্কারি, টেট কেলেঙ্কারি, বেকার যুবরা আজ অসহায়। এইরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলার মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, তারা আজ আওয়াজ তুলেছে তৃণমূল হটাও বাংলা বাঁচাও। এদিনের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক পরেশ মণ্ডল, তুষার আচার্য। উপস্থিত ছিলেন হেমন্ত প্রভাকর, গণেশ বাউরী, গৌতম রজক। সভাপতিত্ব করেন মনেজিৎ রায়। এদিন ডি ওয়াই এফ আই শিশুদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। ৩৬ জন রক্তদান করেন।

এদিনই বি পি এম ও-র পক্ষ থেকে নিমচা কোলিয়ারি থেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে কয়লা শিল্পের বেসরকারিকরণ করার প্রতিবাদে প্রচার জাঠা হয়। ব্যাপক সংখ্যক মানুষ জাঠায় অংশগ্রহণ করেন। হাড়াডাঙা হয়ে সন্ত্রস্ত পাঁচটি বুথ এলাকা পরিক্রমা করে আদিবাসী এলাকায় জাঠা শেষ হয়। ২০১১ সালের পর প্রথম এই অঞ্চলে প্রবেশ করলো শ্রমজীবী মানুষের মিছিল। জাঠার পুরোভাগে ছিলেন দেবিদাস ব্যানার্জী, প্রশান্ত মজুমদার, সুদান ভদ্র, রুনু দত্ত প্রমুখ।

কর্মচারীদের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতি বর্ধমান জেলা শাখার উদ্যোগে ১৬ দফা দাবির ভিত্তিতে জেলা শাসককে ডেপুটেশন দিল। স্থায়ীকরণ, সুষ্ঠ বদলি নীতি, অযথা হয়রানি বন্ধ এবং প্রাপ্য বকেয়া সহ বিভিন্ন দাবিতে হাজার হাজার কর্মচারী মিছিল করেন। বন্ধন বিয়েবাড়ি থেকে মিছিল কোর্ট কম্পাউণ্ড পরিক্রমা করে জেলা পরিষদ ভবনে জমায়েত হয়। ১৬ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি নিয়ে জেলাশাসক না থাকায় এ ডি এম জেলা পরিষদের সঙ্গে আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশ নেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক আলিজান মণ্ডল, যুগ্ম সম্পাদক তপন মণ্ডল, করালী চ্যাটার্জী, প্রণব আইচ, নিমাই নন্দী, শম্ভু সামন্ত, স্বপন ব্যানার্জী প্রমুখ।

ফিল্ডকর্মীদের ধর্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ ডিসেম্বর : সমস্ত ওষুধের মূল্য হ্রাস ও শুল্ক রদ করা, ওষুধের কালোবাজারি বন্ধ সহ একাধিক দাবিতে ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত শ্রমিক বিরোধী পদক্ষেপের প্রতিবাদ জানালেন মেডিকেল ও সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভরা। কাজ বন্ধ রেখে ধর্মঘটে অংশ নেন। বর্ধমান জেলায় প্রায় বারোশো ফিল্ড কর্মীরা সমস্ত ধরনের কোম্পানির ওষুধের প্রচার বন্ধ রাখেন। ধর্মঘট সফল করার জন্য সমস্ত ফিল্ড কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে এদিন বিকালে ওয়েস্টবেঙ্গল মেডিকেল এ্যাণ্ড সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়ন বর্ধমান শহর কমিটির উদ্যোগে খোসবাগানের জাতীয় সংঘের মাঠে এক পথসভা হয়।

কৃষি কারিগরি কর্মী সংস্থার রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : কৃষি, কারিগরী কর্মী সংস্থা, বর্ধমান জেলা শাখা উদ্যোগ পারবীরহাটায় কর্মচারী ভবনে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি ও কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এদিন তিন মহিলা সহ ২৫ জন রক্তদান করেন। শহিদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতি রক্ত সংগ্রহ করে। সংগঠনের সদস্যদের সন্তান-সন্ততীদের মধ্যে থেকে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। মঞ্চ থেকে সদস্যদের পরিবারবর্গের থেকে মাধ্যমিকে ১২ জন, উচ্চ-মাধ্যমিকে ৩ জন ও স্নাতকত্তোর ৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। কবিতা, আবৃত্তি ও সঙ্গীতে অংশ নেয় সদস্য পরিবারবর্গরা।

জেলা শাসকের কাছে ঘরছাড়াদের তালিকা দিলেন সি পি আই(এম) নেতৃবৃন্দ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ ডিসেম্বর : সি পি আই(এম)-এর কর্মী বা নেতা হওয়ার অপরাধেই ২০১১-র পর সি পি আই(এম) কর্মীরা ঘরছাড়া। শাসকদলের দুষ্কৃতীরা তাঁদের গ্রামে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে। এদিন ঘরছাড়াদের তালিকা নিয়ে জেলা শাসকের সাথে দেখা করলেন সি পি আই(এম) জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল। জেলা শাসকের অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছে ৬৭ জন ঘরছাড়া সি পি আই(এম) কর্মীর তালিকা তুলে দেন নেতৃবৃন্দ। এর মধ্যে ২৯ জন ঘরছাড়া আছেন মঙ্গলকোটে। গলসি, ভাতার, আউশগ্রাম, জামুরিয়া, খণ্ডঘোষ, বর্ধমান শহর, রায়না, বুদবুদ এলাকায় ঘরছাড়াদের তালিকাও দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অচিন্ত্য মল্লিক জানান শুধু সি পি আই(এম) করেন এটাই তাদের অপরাধ। তাঁদের ঘরছাড়া করেছে শাসক দলের দুষ্কৃতীরা। বদলা নয় বদলের কথা বললেও গোটা জেলাতেই সন্ত্রাস করা হয়। ঘরছাড়া, জরিমানা, মিথ্যা মামলা, জেলে পাঠানো ও খুন করা হয়েছে অনেক দলীয় কর্মীকে।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি মহঃ হেসামউদ্দিন, পিতা - প্রয়াত মহঃ মফিজ আলম, খাগড়াগড়, মাঠপাড়া, পোঃ - রাজবাটি, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৮ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম MD. HESAMUDDIN যা আমার ভোটার পরিচয়পত্রে লিপিবদ্ধ আছে এবং মায়ের নাম SAJEDA BEGUM কিন্তু আমার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত আমার নাম YEHASANMUDDIN এবং মাতার নাম SAJADA KHATUN লিপিবদ্ধ হয়েছে। MD. HESAMUDDIN ও YEHASANMUDDIN এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি, এবং SAJEDA BEGUM ও SAJADA KHATUN এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি রুকসোনা পারভিন, স্বামী - মির্জা রেজাউল ইসলাম, আমতলা, বর্ধমান, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম MIRJA ARIYAN যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত MIRJA MINHAJUDDIN ISLAM নথিভুক্ত হয়েছে। এবং MIRJA ARIYAN ও MIRJA MINHAJUDDIN ISLAM এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি মহঃ নুরুল ইকবাল, পিতা - আব্দুল হাসিব মিয়া, গ্রাম ও পোঃ - বামশোর, থানা - ভাতাড়, জেলা - বর্ধমান, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম MD. NURUL SAIF ও জন্মতারিখ ২২/০৪/২০০৪, যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত MUNSHI MD. NURUL SAIF নথিভুক্ত হয়েছে। MD. NURUL SAIF এবং MUNSHI MD. NURUL SAIF এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি মহঃ নুরুল ইকবাল, পিতা - আব্দুল হাসিব মিয়া, গ্রাম ও পোঃ - বামশোর, থানা - ভাতাড়, জেলা - বর্ধমান, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম MD. NURUL ASIF ও জন্ম তারিখ ০৫/০১/২০০৮, যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত MUNSHI MD. NURUL ASIF নথিভুক্ত হয়েছে। MD. NURUL ASIF এবং MUNSHI MD. NURUL ASIF এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি আলবেশ আলি মল্লিক, পিতা - প্রয়াত আলহক মল্লিক, বস্তাপোতা, পোঃ - উস্তি, থানা - মেমারি, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম সালমা মল্লিক, যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত মল্লিক মুসাম্মৎ সালমা খাতুন নথিভুক্ত হয়েছে। সালমা মল্লিক এবং মল্লিক মুসাম্মৎ সালমা খাতুন এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি মোকলেশুর রহমান, পিতা - খলিলুর রহমান, দেলুয়া গাছি, পোঃ - রোশনা, জেলা - হুগলি, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম IJAJ RAHAMAN। যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত AJIJ AHAMADH নথিভুক্ত হয়েছে। IJAJ RAHAMAN এবং AJIJ AHAMADH এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সঞ্জীব ঘরামী, পিতা - সন্তোষ ঘরামী, উদয়পল্লী, থানা - মেমারি, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম SANJANA GHARAMI যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত SUMI GHARAMI নথিভুক্ত হয়েছে, যা তার ডাক নাম। SANJANA GHARAMI এবং SUMI GHARAMI এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি অপর্ণা হালদার, স্বামী গুরুপদ হালদার, লক্ষ্মীপুর মাঠ, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম অপর্ণা হালদার যা আমার ভোটার পরিচয় পত্রে নথিভুক্ত আছে। কিন্তু রেশনকার্ডে ভুল বশত ঊষারানি হালদার লিপিবদ্ধ হয়েছে। অপর্ণা হালদার এবং ঊষারানি হালদার এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

একের পরে এক নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৯ ডিসেম্বর : মহিলাদের ওপরে নির্যাতনে ভারতে প্রথম হয়েছে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গ। বর্ধমান শহরে কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুনের পর এবার ঘটনা নবদ্বীপ থানায়। ১৮ ডিসেম্বর নবদ্বীপ থানা জলাহাটি গ্রামে এক স্কুল ছাত্রী (কিশোরী)-কে ধর্ষণ করা হয় এবং বিবিরহাটে এক আদিবাসী গৃহবধু আত্মঘাতী হন। দুটি ঘটনাতেই পুলিশ এখনো কাউকেই গ্রেপ্তার করেনি।

গ্রেপ্তারের দাবিতে মহিলা সমিতি ও সি পি আই(এম) পূর্বস্থলী জোনাল কমিটি পূর্বস্থলী থানায় ডেপুটেশন দেয়। ধর্ষণে অভিযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ এবং অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূ মুখি টুডু পরিবারের স্বামীর দায়ের করা অভিযুক্ত দেওর, জা, শ্বশুর, শ্বাশুরীকে পুলিশ এখনও গ্রেপ্তার করে নি। ঘটনা চাপা দিতে তৎপর পুলিশ। চার দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি নিয়ে আলোচনা করেন মহিলা নেত্রী আলেয়া বেগম, সুপর্ণা খান, বন্দনা দাস, সরিফা, বাসন্তি কুরি সহ নেতৃবৃন্দ।

গত ১১ ডিসেম্বর পূর্বস্থলী থানার বিবিরহাট গ্রামে চম্পা মোদক (৩৮) অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার হয়। ১৬ ডিসেম্বর জলাহাটি গ্রামে ১৫ বছরের এক স্কুলছাত্রীকে প্রতিবেশী মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ প্রলোভন দেখিয়ে পাশের ঝোপে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। ছাত্রীটি ছিটকে পালিয়ে আসে। বাড়ির লোক থানায় অভিযুক্তর নামে অভিযোগ জানায়। মৃত চম্পা মোদকের স্বামী তাঁর ভাই, ভাতৃবধূ, বাবা এবং মার নির্যাতনের অভিযোগ জানায়।

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৭ ডিসেম্বর : কংগ্রেসি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রথম সারির সৈনিক মনু হাজরার (৫৯) জীবনাবসান হয়েছে। নিভুজীবাজারস্থিত বাড়িতে ১৬ ডিসেম্বর রাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। চিকিৎসার কোনো সুযোগই তিনি দেননি। খবর পেয়ে ১৭ ডিসেম্বর সকালে সি পি আই(এম)-এর নেতা কর্মী সহ অসংখ্য সাধারণ মানুষ এমনকি বাম-বিরোধী দলের কয়েকজন নেতাও তাঁর বাড়িতে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান। তাঁর মরদেহ রক্ত পতাকায় ঢেকে দেন সি পি আই(এম)-এর কালনা জোনাল কমিটির পক্ষে অরুণাভ চক্রবর্তী, গৌতম দত্ত, হালিম শেখ প্রমুখ। তাঁর স্ত্রী, ডাক্তার পুত্র এবং এক কন্যা বর্তমান। কালনা শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সমাধা হয়।

পাত্রী চাই

বি.কম ব্রাহ্মণ, (রায়) ৩৬, ৫'৫" ভোকেশনাল টিচার এবং বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক অসবর্ণ চলিবে। ৯৭৪৯১২১৫৯৮ / ৯৩৩৯১০৫৯৫১।

নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৪ ডিসেম্বর : কাকদ্বীপ থেকে কাটোয়া, নবাবহাট থেকে কামদুনি সর্বত্র নারীরা ধর্ষিত, রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে প্রতিদিন। ২০১২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি পার্কস্ট্রিটে সুজেট জর্ডন গণধর্ষিতা হওয়ার ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর 'সাজানো ঘটনা' মন্তব্যের পর ২০১৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি আদালতের রায়ে 'সাজানো ঘটনা নয়' সত্য ঘটনা বলে রায় ঘোষণা ও দোষীদের শাস্তি প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর পূর্বের বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চাওয়া ও পদত্যাগের দাবিতে এদিন সোচ্চার হন বর্ধমান শহরের সর্বস্তরের মানুষ।

ডি.ওয়াই.এফ.আই, এস এফ আই এবং সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, বর্ধমান শহর জোনাল কমিটির উদ্যোগে এদিন কার্জনগেটের কাছে এই উপলক্ষে আয়োজিত পথসভা থেকে ঐসব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত মূল আসামীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও দোষীদের কারাদণ্ডের পরিবর্তে সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি তুলে বক্তব্য রাখেন যুব নেতা প্রলয় আইচ, ছাত্র নেতা দীপঙ্কর দে, মহিলা নেত্রী সুপর্ণা ব্যানার্জী। বক্তারা বলেন, পার্কস্ট্রিট ধর্ষণ কাণ্ডে তদন্তে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করার অপরাধে রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রোষানলে পড়ে সরতে হয়েছে মহিলা পুলিশ অফিসার দময়ন্তী সেনকে। সেই ধর্ষণ কাণ্ডে সাজা ঘোষণা হলেও আজও অধরা মূল অভিযুক্ত কাদের খান ও আলি হাসান। দোষীদের অপরাধ যে মাত্রায় হয়েছিল আদালতের রায়ে সেই অনুযায়ী শাস্তি ঘোষণা হয়নি। এদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। বক্তারা বলেন, রাজ্যে অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে, নারী নির্যাতনে রাজ্য এখন দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে। এই পরিস্থিতিতে অপরাধীদের আড়াল করা নয়, তাদের অপরাধের মাত্রা বিচার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে তারা এই ধরনের কাজ করতে সাহস না পায়। উপস্থিত ছিলেন মহিলা নেত্রী গৌরী ব্যানার্জী। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহিলা নেত্রী পারুল ঘোষ।

প্রতিবাদে সোচ্চার সর্বস্তরের মানুষ

—প্রথম পাতার পর

সমিতির নেত্রী ও কর্মীরা ঘটনাস্থলে গেলে স্থানীয় কাউন্সিলার ও দুষ্কৃতীরা তাঁদের হুমকি দিয়ে এলাকা ছেড়ে যেতে বলে। অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ ও শ্লীলতাহানির চেষ্টাও করে। স্থানীয় মহিলা ও মানুষের প্রতিবাদে তারা পিছু হটে। এই ঘটনার প্রতিবাদে খুনি ও ধর্ষকের শাস্তির দাবিতে বর্ধমান থানায় বিক্ষোভ দেখান মহিলারা।

১৬ ডিসেম্বর পার্কাসরোড থেকে মহিলা পরিষদীয় দল সহ এক বিশাল মিছিল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সভানেত্রী অঞ্জু কর, বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী দেবলীনা হেমব্রম, জাহানারা খান, অর্পণা সাহা, মমতা রায়, প্রাক্তন পুরপতি আইনুল হক, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা তাপস সরকার, মহিলা নেত্রী সাধনা মল্লিক, ভারতী ঘোষাল, গৌরী ব্যানার্জী, মণিমালা দাস প্রমুখ। বিধায়ক প্রতিনিধিদল নির্যাতিতার মা ও দাদুর সাথে কথা বলেন, নির্যাতিতার মা জ্ঞান হারান। দাদু অপরাধীর কঠিন শাস্তির দাবি জানান। এদিনও প্রতিনিধিদলকে বাধা দেবার পরিকল্পনা ছিল শাসক দলের। কিন্তু মিছিলে জনস্রোত দেখে তারা গা ঢাকা দেয়। ঘটনাস্থলে এক সংক্ষিপ্ত সভায় অঞ্জু কর বলেন, রাজ্যে অন্ধকারের রাজত্ব চলছে। মহিলারা নিরাপদ নন। প্রতিদিন মহিলাদের উপর আক্রমণের ঘটনা বাড়ছে অথচ মুখ্যমন্ত্রী সাজানো ঘটনা বলছেন, কাটোয়ার নির্যাতিতা বিচার পেলেন না, পার্কস্ট্রিটের রায় প্রমাণ করলো সাজানো নয় সত্য ঘটনা। দেবলীনা হেমব্রম বলেন, মা-বোনেরা আতঙ্কে বাস করছেন। তাঁদের নিরাপত্তা নেই। জনবহুল এলাকায় এক কিশোরীকে ধর্ষিতা হবার পর খুন হতে হচ্ছে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও দোষীদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৯১৩ সালের ১০ ডিসেম্বর, ব্রিটেনের চ্যাজ জি অ্যাফেয়র মিস্টরা ক্লাইভ; ২। বিজ্ঞানী আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল, ১৮৯৬ সালের ১০ ডিসেম্বর, ১৯০১ সাল; ৩। ৯ জন, সাহিত্য, পদার্থ বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, শান্তি, রসায়ন এবং অর্থনীতিতে; ৪। ১৯১৩ , ১৯৩০, ১৯৬৮, ১৯৭৯, ১৯৮৩, ১৯৯৮, ২০০৭, ২০০৯ এবং ২০১৪ সালে; ৫। ১৯১৪, ১৯১৫, ১৯১৬, ১৯১৮, ১৯২৩, ১৯২৪, ১৯২৮, ১৯৩২, ১৯৩৯, ১৯৪০, ১৯৪১, ১৯৪২, ১৯৪৩, ১৯৪৮, ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৭২; ৬। ১৯১৬ সালে, কার্ল গুস্তাফ ভাবনার ভন হাডেনস্টান; ৭। ১৯১৪, ১৯৩৫, ১৯৪৩; ৮। ১৯১৫, ১৯১৬, ১৯১৭, ১৯১৮, ১৯২১, ১৯২৫; ৯। ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ সাল, বিশ্বযুদ্ধের কারণে; ১০। মহাত্মাগান্ধিকে, এই বছর ৩০ জানুয়ারি তিনি নিহত হন, মরনোত্তর পুরস্কারের ব্যবস্থা না থাকায়; ১১। ১৯১৬ এবং ১৯৩১; ১২। ১৯১৬ এবং ১৯১৭।

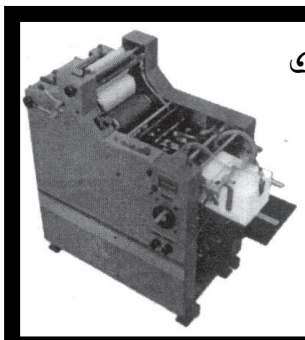
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
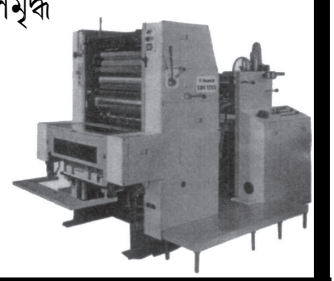
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা